দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে ২৮৮ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে বিএসএফ এর নির্যাতনে মোঃ মিজানুর রহমানের মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৩০টায় দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার পশ্চিম খোদাইপুর গ্রামের মোঃ মজিবর রহমান ও মোছাম্মৎ গোলসেয়ারা বেগমের ছেলে মোঃ মিজানুর রহমানকে (৩২) ভারতের গঙ্গারামপুর জেলার হিলি থানার আবতের এলাকার ২৮৮ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে আগ্রা ক্যাম্পের বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) সদস্যরা নির্যাতন করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মিজানুরের সঙ্গীরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে ভোর আনুমানিক ৫.৩০টায় তিনি মারা যান বলে পরিবার জানায়।

অধিকারের তথ্যানুসন্ধানকালে জানা যায় যে, প্রত্যক্ষদর্শী যাদের নাম অধিকারের সীমান্ত সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে বা পত্র পত্রিকায় আসছে, তাদের বাংলাদেশ পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে। তাই প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম নিরাপত্তার স্বার্থে গোপন রাখা হলো।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- মিজানুরের আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মিজানুর রহমান

মোছাম্মত ইসমত আরা (২৩), মিজানুরের স্ত্রী

মোছাম্মত ইসমত আরা অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী একজন রিক্সা চালক। তাঁদের পাঁচ বছর বয়সের একটি ছেলে রয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.৩০টায় তাঁর স্বামী বাসা থেকে একটি বাইসাইকেল নিয়ে বের হয়ে যান। রাতে তিনি আর বাসায় ফেরেননি। ১৪ ফেব্রুয়ারী

২০১২ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় তাঁর মামী রিনা বেগমকে অপরিচিত এক ব্যক্তি তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন করে জানায়, মিজানুর র্দুঘটনায় আহত হয়ে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। তখন তিনি মিজানুরের আরো কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মিজানুরের এক সঙ্গী তাঁকে জানান, মিজানুর তাঁদের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন।তারা তাঁকে জানায় ভারতের গঙ্গারামপুর জেলার হিলি থানার আগ্রা মাহালি পাড়া থেকে সীমান্তের ২৮৮ পিলারের কাছ দিয়ে ফেরার পথে আগ্রা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। সবাই দৌঁড়ে বাংলাদেশে এলেও বিএসএফ সদস্যরা মিজানুরকে আটক করে। মিজানুরের এক সঙ্গী তাঁকে আরো জানান, ভোরের দিকে তাঁরা আবারও ভারতের ঐ এলাকায় যান এবং দেখতে পান, মিজানুর গুরুতর আহত অবস্থায় আছে। তাঁরা তখন মিজানুরকে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

মোছাম্মত ইসমত আরা অধিকারকে আরো জানান, তিনি তখন হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান এবং জরুরী বিভাগের মেঝেতে মিজানুরের লাশ দেখতে পান। হাসপাতালের প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে জানান, মিজানুরকে হাসপাতালে আনার পরপরই তিনি মারা যান। তিনি দেখেন, মিজানুরের ডান চোখ উপড়ানো এবং রক্তাক্ত। পরে হাকিমপুর থানা থেকে পুলিশ সদস্যরা আসে এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ সদস্যরা মিজানুরের লাশ দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়।

তিনি তখন হাকিমপুর থানায় যান এবং নিজেই বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৬; তারিখঃ ১৪/০২/২০১২। ময়না তদন্ত শেষ হলে এলাকার লোকজন লাশটি মর্গ থেকে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় বাড়ি নিয়ে আসেন। এলাকার মোঃ ফজলু এবং সাইদুল ইসলাম লাশের গোসল দেন।

জানাজা শেষে ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় খটখটিয়া কৃষ্টপুর প্রকাশ খাটেহারা কবর স্থানে লাশ দাফন করা হয়।

মোঃ মেহের হক (৩৪) ছদ্ম নাম, প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ মেহের হক অধিকারকে বলেন, তিনি একজন গরু ব্যবসায়ী, তিনি ভারত থেকে গরু বাংলাদেশে এনে বৈধ করার পর সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে সেই গরু বাজারে বিক্রি করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তিনি ভারতের গঙ্গারামপুর জেলার হিলি থানার আবতের গ্রামের হাবলু মিয়া ওরফে বঙ্গে মিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। হাবলু মিয়া তাঁকে জানান, তাঁর কাছে গরু আছে, রাতে সেগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি পাঁচজনের একটি রাখাল দলে ছিলেন।

তারা সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ক্যাম্পের ৫জন বিএসএফ সদস্য তাঁদের ধাওয়া করে। ঐ দলের ৪জন বাংলাদেশে এলেও মিজানুর ফিরে আসেননি। রাখাল দলের আমিনুর রহমান তাঁকে জানায়, তাঁরা পালিয়ে আসার সময় দেখেন, বিএসএফ সদস্যরা মিজানুরকে আঘাত করছে।

পরে তিনি আবারও ভারতের সেই এলাকায় গিয়ে দেখেন, মিজানুর গুরুতর আহত, ডান চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাঁর ধারণা বিএসএফ সদস্যরা বেয়নেটের খোঁচা মেরে তাঁর চোখ উপড়ে ফেলেছে। তখন আমিনুর রহমান এবং মামুন কাঁধে করে মিজানুরকে নিয়ে বাংলাদেশের ঘাসুড়িয়া গ্রামে যান। আর হাবলু মিয়া ওরফে বঙ্গে মিয়া ভারতে চলে যান। তিনি মোবাইল ফোনে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের মিজানুরের ঘটনাটি জানান। তখন ভারতের হিলি থানার হাড়িপুকুর গ্রামের দিলদার হোসেন এবং বাংলাদেশের হাকিমপুর থানার বাগমারা গ্রামের আলমগীর হোসেন আহত মিজানুরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় এলাকার মানুষের কাছে তিনি খবর পান, মিজানুর মারা গেছেন। তিনি আরো বলেন, গরুগুলো আনার সময় বিএসএফ সদস্যদের হিসাব মত ঘুষের টাকা না পেলে বা কম টাকা দিলেই তারা রাখালদের নির্যাতন করে হত্যা করে।

আমিনুর রহমান (২০) ছদ্ম নাম, মিজানুরকে নির্যাতনকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী

আমিনুর রহমান বলেন, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তার সামনেই বিএসএফ সদস্যরা মিজানুরকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, থানা পুলিশ এবং বিজিবির সদস্যরা তাঁর বাড়ীতে বার বার আসছে। তাই তিনি পুলিশি হয়রানি থেকে বাঁচতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।

মোঃ সুলতান উদ্দিন (৩৫), ভ্যানচালক

মোঃ সুলতান উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় পূর্ব পরিচিত বাগমারা গ্রামের আলমগীর এবং ভারতের হিলির হাড়িপুকুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী দিলদার হোসেন তাঁর বাসায় এসে তাঁকে ঘুম থেকে উঠান। তিনি ঘরের বাইরে এসে দেখেন, ঘাসুড়িয়া গ্রামের রাস্তায় একজন আহত লোক মাটিতে পড়ে আছে। দিলদার তাঁকে বলেন, এর নাম মিজানুর, বিএসএফ সদস্যরা মিজানুরকে মেরেছে। তখন মিজানুরের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। দিলদার তখন মিজানুরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন।

তিনি তখন মিজানুরকে তাঁর ভ্যান গাড়ীতে তুলে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তিনি দেখেন, আহত মিজানুর শুধু বলছে, আমাকে বাঁচাও। তিনি ভ্যান নিয়ে হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন। দিলদার এবং আলমগীর মিজানুরকে হাসপাতালের ভেতরে রেখে তাঁর কাছে ফিরে আসে এবং তাঁকে ভ্যান নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে বলে। তিনি ধারণা করেন, হাসপাতালে যাওয়ার পর মিজানুর মারা যান।

মোঃ মোজাহার আলী, ওয়ার্ড বয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাকিমপুর, দিনাজপুর

মোঃ মোজাহার আলী অধিকারকে জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ভোর আনুমানিক ৫.৩০টায় তিনি যখন ফজরের নামায পড়ার জন্য অজু করছেন। তখন দুইজন লোক আহত একজন লোককে জরুরী বিভাগে নিয়ে আসে। তিনি পাশের কক্ষ থেকে ডাক্তারকে ডেকে আনতে যান। তিনি ফিরে এসে দেখেন, রোগী মেঝেতে পরে আছে কিন্তু সঙ্গের ২ জন লোক সেখানে নেই। পরে তিনি দেখেন, লোকটির ডান চোখ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। ক্ষত স্থান থেকে একাধারে রক্ত ঝড়ছে।

ডাঃ হাসিবুর রহমান লোকটিকে এসে দেখেন এবং মৃত ঘোষনা করেন। পরে থানা পুলিশকে জানানো হয়। সকাল আনুমানিক ৬.৩০টায় একজন মহিলা এসে মৃত ব্যক্তিকে তাঁর স্বামী বলে সনাক্ত করেন এবং তাঁর স্বামীর নাম মিজানুর রহমান বলে জানান।

ডাঃ গোলামুর রহমান, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাকিমপুর, দিনাজপুর

ডাঃ গোলামুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ভোর বেলা অজ্ঞাতনামা দুইজন লোক আহত অবস্থায় একলোককে এনে জরুরী বিভাগে ফেলে রেখে চলে যায়। ডাঃ হাসিবুর রহমান দেখতে পান, লোকটি মৃত। তিনি ধারণা করেন, লোকটির ডান চোখ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। যার ফলে, চোখে আঘাত করার সময় তার মাথার ভেতরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। পরে হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আতিকুল হক থানা পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরবর্তীতে ইসমত আরা নামে একজন মহিলা হাসপাতালে এসে এটিকে তাঁর স্বামীর লাশ বলে দাবী করেন। তখন হাসপাতালের রেজিস্টার খাতায় লেখা হয়, মৃত ব্যক্তির নাম মিজানুর রহমান, যাঁর রেজিস্টেশন নম্বর ৪৭৯/০১। সেখানে হাকিমপুর থানার পুলিশ সদস্যরা আসে এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। সকাল আনুমানিক ১০.৩০টায় পুলিশ সদস্যরা লাশ ময়না তদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মোঃ হেলাল উদ্দিন, অফিসার ইনচার্জ, হাকিমপুর থানা, দিনাজপুর

মোঃ হেলাল উদ্দিন অধিকারকে বলেন, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল বেলা হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাঃ আতিকুল হক তাঁকে জানান, হাসপাতালে অজ্ঞাত নামা একটি লাশ রয়েছে। এখবর পেয়ে তিনি এসআই মোঃ আবু বকর সিদ্দিককে হাসপাতালে পাঠান। এসআই মোঃ আবু বকর সিদ্দিক তখন মিজানুরের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান। ঐ সময় মিজানুরের ডান চোখ উপড়ানো এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারেন, বিএসএফ সদস্যরা মিজানুরকে উপর্যুপরি আঘাত করে হত্যা করেছে।

তিনি আরো বলেন, মিজানুরের স্ত্রী ইসমত আরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। ময়না তদন্ত প্রতিবেদনও থানায় এসে পৌঁছেছে।

এসআই মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, হাকিমপুর থানা, দিনাজপুর

এসআই মোঃ আবু বকর সিদ্দিক অধিকারকে বলেন, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল বেলা অফিসার ইনর্চাজের কথামত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, একটি লাশের পাশে একজন মহিলা বসে আছেন। মহিলাটি তাঁকে জানান, এটি তাঁর স্বামীর লাশ। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, ডান চোখ উপড়ানো এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত আঘাত থাকতে পারে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ইসমত আরা থানায় যান এবং অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৬; তারিখঃ ১৪/০২/২০১২। ধারা-৩০২/৩৪ দ-বিধি। মামলাটির তদন্ত চলছে বলে তিনি জানান।

নায়েব সুবেদার হান্নান, মংলা বিশেষ ক্যাম্প, ৩ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, জয়পুর হাট
নায়েব সুবেদার হান্নান অধিকারকে জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০টায় এলাকার লোকজন তাঁকে বলেন যে, রাতে সীমান্তের ২৮৮ পিলার বরাবর ভারতের ভেতরে বিএসএফ সদস্যরা মিজানুর রহমান নামে এক যুবককে নির্যাতন করেছে। তিনি তখন খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, আগ্রা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা রাত আনুমানিক ৩.৩০টায় মিজানুরকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ উপড়ে ফেলেছে এবং হাসপাতালে তিনি মারা যান।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ মেহেদী হাসান, ৩ বডার্র গার্ড বাংলাদেশ, জয়পুর হাট
লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ মেহেদী হাসান অধিকারকে বলেন, তিনি সীমান্ত ফাঁড়ীর মাধ্যমে মিজানুরকে বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতন করার কথা শুনেছেন। তিনি সীমান্তে বসবাসকারী জনগণকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন বলে জানান।

ডাঃ মীর হামদে সামে, লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর
ডাঃ মীর হামদে সামে অধিকারকে জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৩.৩০টায় হাকিমপুর থানার পুলিশ সদস্যরা মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনে। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে জানায়, বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনে মিজানুর মারা গেছেন। তিনিসহ ডাঃ খায়রুল আলম ও ডাঃ আমির উদ্দিনকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয়। যার ময়না তদন্ত নম্বর ১৮/১২। লাশ কাটতে সহযোগিতা করেন মর্গ-সহকারী সুধা।

তিনি জানান, মিজানুরের ডান চোখ ছিল না, ডান চোয়াল, কান, দাঁতের মাড়ি থেঁতলানো ছিল। চোয়ালের গভীর ক্ষত দিয়ে মাথার মগজ বেরিয়ে এসেছিল। মৃত্যুর কারণ হিসেবে মিজানুর মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছেন বলে ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষ হলে বিকাল আনুমানিক ৫.৩০টায় পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে যায়।

সুধা, মর্গ-সহকারী, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর
তথ্যানুসন্ধানকালে মর্গ-সহকারী সুধা হাসপাতালে না থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

অধিকারের বক্তব্যঃ-
অধিকার মিজানুর রহমানের পরিবারকে নিরাপত্তা বিধান ও ভারত সরকারের কাছ থেকে মিজানুর রহমান এর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপুরণ আদায়সহ তাঁর হত্যার ব্যাপারে বিচার চাইতে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জোড়ালো কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর জন্য দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-